দৈনিক খবর

তারিখ 14 DEC 1991
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি ঃ কিছু প্রাসঙ্গিক কথা

হায়াত হোসেন
(অধ্যাপক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়)

উপাচার্য যদি পদত্যাগ করেন সেক্ষেত্রে উপ-উপাচার্যকে উপেক্ষা করে অন্য কাউকে অস্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ করা যুক্তিসঙ্গত ও শোভনীয় নয়। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি আরো জটিল হয়, উপ-উপাচার্যের অবমাননা হয় এবং সরকারও অহেতুক সমালোচনার শিকার হন। এ ক্ষেত্রে উপ-উপাচার্যকে দায়িত্ব দিয়ে দ্রুত সিনেট নির্বাচনের ব্যবস্থা নেয়াটাই ন্যায়সঙ্গত।

৭। একজন উপাচার্যকে শুধু এক টার্মের জন্য নিয়োগ করা হলে শিক্ষকদের মধ্যে দলাদলি, উপাচার্যের অনিয়ম, স্বজনপ্রীতি ইত্যাদি অনেক কমে যাবে যেহেতু অধিকসংখ্যক শিক্ষককে হাত করে দ্বিতীয় টার্ম পাওয়ার আর কোন সুযোগ থাকবেনা।

৮। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের নিয়োগ ও প্রমোশনের বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ে না হয়ে মঞ্জুরী কমিশন, আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড বা এ ধরনের কোন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে করা হলে অনিয়ম ও স্বজনপ্রীতি বহুলাংশে কমে যাবে।

৯। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নির্বাহী হিসেবে একজন উপাচার্যের কোন সময় ভাবাবেগ দ্বারা তাড়িত হয়ে কোন সভায় কারো বা কোন মহলের প্রতি বিদ্বেষমূলক রাজনৈতিক বক্তব্য দেয়া উচিত নয়। দোষী ব্যক্তি বা ছাত্রদের বিরুদ্ধে সিন্ডিকেটের মাধ্যমে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করে প্রেস কনফারেন্স করে তাদের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখাও উপাচার্য পদমর্যাদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সস্তা জনপ্রিয়তার জন্য এ দু'টি কাজ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতিকে আরো বেশী জটিল করে ফেলেছেন।

১০। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে যে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে তা থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পরিবর্তন অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ও শিক্ষকদের রাজনীতিতে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়ায় উপাচার্য অধ্যাপক আলমগীর সিরাজুদ্দিন নিজের অবস্থানকে অত্যন্ত বিতর্কিত ও দুরূহ করে তুলেছেন। দেখা যাচ্ছে, শিক্ষক সমিতির কর্মকর্তাসহ যে সব শিক্ষক এক সময় উপাচার্য হিসেবে তার নিয়োগকে স্বাগত জানিয়েছেন এখন তাঁরাই তাঁর পদত্যাগ দাবী করছেন।

অপরদিকে যে সব শিক্ষক তখন তাঁর নিয়োগের বিরোধিতা করেছেন তাদের অনেকেই তাঁকে সমর্থন করছেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, সময় ও সুযোগ মত উপাচার্য তার দল ও নীতি পরিবর্তন করার কৌশল গ্রহণ করেছেন অথচ একজন উপাচার্যের পক্ষে দল-মতের উর্ধ্বে উঠে নিরপেক্ষতা ও ন্যায়নীতির প্রতি অবিচল নিষ্ঠা রেখে কাজ করা উচিত।

সাম্প্রতিককালের ঘটনা প্রবাহে তাই এটাই সুস্পষ্ট যে, ছাত্রদের মধ্যে এবং শিক্ষক মহলে যে অসন্তোষ, ক্ষোভ, দলাদলি ও প্রতিহিংসোপরায়ণ মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে তাতে বর্তমান উপাচার্যের ভূমিকা বা দায়িত্ব খুব একটা কম নয় এবং দুই পক্ষের এই ক্ষোভ নিরসনের জন্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গনে নতুন হাওয়ার দরকার। এজন্যে প্রয়োজন একজন জনপ্রিয়, সুশিক্ষিত এবং মোটামুটিভাবে সর্বজনের নিকট গ্রহণযোগ্য শিক্ষাবিদকে অস্থায়ীভাবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ করা এবং তিনি আগামী কয়েক মাসের মধ্যে নতুন সিনেট গঠন করে উপাচার্যের নির্বাচনের কাজ সম্পন্ন করবেন। বলা বাহুল্য, বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক আলমগীর সিরাজুদ্দিনও এক বছর অস্থায়ী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

১১। সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রতিনিধিদের একসাথে বসে সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত কিভাবে বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্টের কার্যকারিতাকে আরো সহজ করা যায়, প্রয়োজনবোধে কিছু সংশোধনীর মাধ্যমে এবং কিভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতিকে আরো উন্নত করা যায় এবং লেখা-পড়ার পরিবেশকেও সমুন্নত করে সময়মত পরীক্ষা নেয়া যায়। দেশের এই নতুন পরিস্থিতিতে সরকারের সহযোগিতা নিয়ে এসব কাজ করার চেষ্টা নেয়া হলে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অবস্থায় আমূল পরিবর্তন আসার সম্ভাবনা রয়েছে।

১২। এ মুহূর্তে সরকার তথা প্রেসিডেন্টের দু'টি অধ্যাদেশ বা Ordinance জারি করা উচিত। প্রথমটির মাধ্যমে, উপাচার্যের নিয়োগের শর্তাবলী নতুনভাবে নিরূপণ করতে হবে।

১ম কলামে দেখুন

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

৮ম কলামের পর

বিশেষ করে তাঁর পদকে অবাবদিহিমূলক করে তুলতে হবে এবং গুরুতর অনিয়ম এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর জন্য সৃষ্ট অচলাবস্থার জন্য তাঁকে অপসারণের ব্যবস্থা থাকতে হবে। আত্মমর্যাদার কথা ভেবে কোন উপাচার্য যে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করবেন অধ্যাপক আলমগীর সিরাজুদ্দিন সে ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণ করে দিয়েছেন।

দ্বিতীয়টি হবে ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস দমনের লক্ষ্যে। এ ব্যাপারে অবশ্য একটি সংসদীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। তবে কবে তারা বৈঠক করবেন, বিল তৈরী করবেন এবং তা সংসদে পাশ করবেন তা নিশ্চিত করে বলা মুশকিল। অথচ এ আইনের প্রয়োজনটা খুবই জরুরী। এ মুহূর্তে দেশের প্রায় সবক'টি বিশ্ববিদ্যালয়সহ অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সন্ত্রাসের কারণে বন্ধ অথবা অচল হয়ে আছে। অতএব, স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে হলে কঠিন আইন প্রণয়ন এবং কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। রাষ্ট্রপতি পরিবর্তন হওয়ার সাথে সাথে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের অপসারণ বা পরিবর্তন প্রায় অবধারিত; কিন্তু সন্ত্রাসীদের জন্য তো আইনের প্রয়োজন আছে। আশা করি এই আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগে গোটা জাতির সাথ থাকবে।